62839 - ওয়াসওয়াসা বা শুচবিায়ু ও এর প্রতকিার

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী যখন আমার সাথে কথা বলে তখন আমি তার কথার উত্তর দইি না; শুচবিায়ু এর কারণে কংিবা আমার এ বশ্বিাসরে কারণে য,ে তার কারণে আমার এ শুচবিায়ু হয়ছে।ে তার কথার উত্তর না দয়ো কি তালাক হসিবে ববিচেতি হব?ে আমি যখন তার সাথে রগে,ে প্রতক্রিয়িাশীল হয়ে কথা বলি সটো কি তালাক হসিবে ববিচেতি হব?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আপনি আপনার স্ত্রীর কথার উত্তর না দয়ো কংিবা আপনার স্ত্রীর সাথে রগে,ে প্রতক্রিয়িাশীল হয়ে কথা বলা তালাক নয়। আপনি তালাক নয়িে যতই চন্তিা করুন না কনে, কংিবা মনে মনে কথা বলুন না কনে, কংিবা নয়িত ও সংকল্প করুন না কনে– মুখে উচ্চারণ না করলে তালাক হবে না। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মতরে ওয়াসওয়াসা (শুচবিায়ু), মনে মনে কথা বলা ক্ষমা করে দয়িছেনে; যতক্ষণ না সে কর্ম করে কংিবা কথা বলে”।[সহহি বুখারী (৬৬৬৪) ও সহহি মুসলমি (১২৭)]

আলমেগণ এ হাদসিরে উপরে এভাবে আমল করে আসছনে য,ে কউে যদি মনে মনে তালাক দয়ে তাহলে কথা বলার আগ পর্যন্ত কছিুই হবে না।

বরং কোন কোন আলমেরে মত,ে শুচবিায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি উচ্চারণ করলওে তালাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ব্যক্তি তালাক দয়োকইে উদ্দশ্যে করে থাক।ে শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে: “শুচবিায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তি মুখে তালাক উচ্চারণ করলওে তালাক হবে না; যদি না সে ব্যক্তরি তালাক দয়ো উদ্দশ্যে হয়। কনেনা এ শব্দরে উচ্চারণ শুচবিায়ুতে আক্রান্ত ব্যক্তরি মুখ থকেে অনচ্ছিা সত্ত্বওে বরেয়িে যায়। বরং সে ব্যক্তি জবরদস্তরি শকিার– শব্দটি বরে হওয়ার শক্তি প্রবল হওয়ার কারণে এবং প্রতরিোধ করার শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণ।ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “জবরদস্তি অবস্থায় কোন তালাক নইে”। সুতরাং শান্ত অবস্থায় সে ব্যক্তরি যদি তালাক দয়োর প্রকৃত ইচ্ছা না থাকে তাহলে তার তালাক কার্যকর হবে না। এই যে বষিয়টি, অর্থাৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও ইখতয়িাররে বাইরে কছিু করতে বাধ্য হওয়া, সে কারণে তালাক পততি হবে না।[সমাপ্ত, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (৩/২৭৭) থকেে সংকলতি]

আমরা আপনাকে পরামর্শ দবি য,ে আপনি শুচবিায়ুর কুমন্ত্রণাদাতার প্রতি ভ্রুক্ষপে করবনে না, তার থকেে মুখ ফরিয়িে

নবিনে। সে আপনাকে দয়িে যা করাতে চায় এর বপিরীতটা করবনে। কনেনা শুচবিায়ুর কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান, তার উদ্দশ্যে হচ্ছে– ঈমানদারদরেকে দুঃশ্চন্তিাগ্রস্ত করা। এর সর্বোত্তম প্রতকিার হচ্ছে– বশেি বশেি আল্লাহ্র যকিরি করা, আউযুবল্লিাহ্ পড়া তথা বতিাড়তি শয়তান থকেে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং যসেব গুনাহ্ ও ইসলাম বরিোধী কাজরে কারণে ইবলসি বনী আদমরে উপর ভর করে সগেুলো থকেে দূরে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নশ্চিয় যারা ঈমান আনে ও তাদরে রবরেই উপর নর্িভর করে তাদরে উপর তার (শয়তানরে) কোন আধপিত্য নইে।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৯৯]

ইবনে হাজার আল-হাইতামি তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহয়িযা আল-কুবরা' গ্রন্থে (১/১৪৯) শুচবিায়ু (ওয়াসওয়াসা) এর প্রতকিার সম্পর্কে যা উল্লখে করছেনে এখানে সটো উল্লখে করা যতেে পার: "তাঁকে ওয়াসওয়াসা এর প্রতকিার সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: এর ঔষধ একটাই সটো হচ্ছে–শুচবিায়ুকে সম্পূর্ণরূপে এড়য়িে যাওয়া; এমনকি মনরে মধ্যে কোন দ্বধিাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বওে। কনেনা কউে যদি সটোকে ভ্রুক্ষপে না করে তাহলে সটো স্থরি হবে না। কছিু সময় পর চলে যাব; যমেনটি তাওফকিপ্রাপ্ত লোকরো যাচাই করে পয়েছেনে। আর যে ব্যক্তি শুচবিায়ুকে পাত্তা দবিে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে সে ব্যক্তরি শুচবিায়ু বাড়তইে থাকব; এক পর্যায়ে তাকে পাগলরে কাতারে নয়িে পৌঁছাবে কংিবা পাগলরে চয়েওে নকিৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছাব। যমেনটি আমরা অনকে মানুষরে মাঝে দখেছে, যারা শুচবিায়ুতে আক্রান্ত হয়ে এতে কান দয়িছেনে এবং এর শয়তানরে কথা শুনছেনে। যে শয়তানরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলছেনে: "তোমেরা পানি ব্যবহারে শুচবিায়ু (কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান) থকেে বঁচেে থাক, যাকে 'ওয়ালাহান' ডাকা হয়। অহতেুক কাজ করানো ও বাড়াবাড়রি কুমন্ত্রণা দয়োর কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়। যমেনটি আমি 'শারহু মশিকাতলি আনওয়ার' নামক গ্রন্থে এ বষিয়ে বস্তিারতি উল্লখে করছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে আমি যে পরামর্শ দয়িছে এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এসছে যে, যে ব্যক্তি শুচবিায়ুতে আক্রান্ত হয়ছে সে যনে 'আউযুবল্লিাহ্' পড়ে এবং (দুঃশ্চন্তিাকে বাড়তে না দয়িে) থমেে যায়। আপনি এ প্রতকিারটি একটু ভবেে দখেুন; যে প্রতকিাররে পরামর্শ দয়িছেনে এমন ব্যক্তি যনিি তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে মনগড়া কোন কথা বলনে না। জনেে রাখুন, যে ব্যক্তি এই প্রতকিার অবলম্বন করা থকেে বঞ্চতি সে আসলইে বঞ্চতি। কনেনা, সর্বসম্মতকি্রমে শুচবিায়ু শয়তানরে পক্ষ থকেে আস। আর এই লানতপ্রাপ্ত শয়তানরে সর্বাত্মক উদ্দশ্যে হচ্ছে – মুমনিকে বভি্রান্তরি ডাবোতে ফলেে দয়ো, পরেশোন করে রাখা, জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা, অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বষিাদময় করে ফলো; যাতে এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম থকেে এমনভাবে বরে করে ফলেতে পারে যে সে টরেও পাবে না। (নশ্চিয় শয়তান তোমাদরে শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হসিবেে গ্রহণ কর"[সূরা ফাতরি, আয়াত: ৬] হাদসিরে অন্য এক বর্ণনায় শুচবিায়ুগ্রস্ত ব্যক্তরি ব্যাপারে এসছে, সে যনে বল: "আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে প্রতি ঈমান এনছে"। নঃিসন্দহেে যে ব্যক্তি নবীদরে আদর্শগুলো পর্যালোচনা করে দখেব, বশিষেতঃ আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ; সে দখেতে পাবে যে, তাঁর আদর্শ ও শরয়িত হচ্ছে- সহজ, সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ সাদা, পরষ্কিার ও এত সরল যে তাতে কোন বক্রতা নইে। "তনিি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদরে উপর কোন সংকীর্ণতা রাখনেনি"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] যে ব্যক্তি তা ভবেে দখেব এবং এর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনব তার থকেে শুচবিায়ু রোগ ও এর শয়তানরে কুমন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া দূর হয়ে যাব। ইবনে সুন্নরি গ্রন্থে আয়শো (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণতি হয়ছে যে, "যে ব্যক্তি এই

ওয়াসওয়াসা দ্বারা আক্রান্ত হবে সে যেন তনিবার বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনছেি। এতে করে, তার থকেে এটি দূর হয়ে যাবে"।

আল-ইয্য ইবনে আব্দুস সালাম ও অপরাপর আলমেগণও আমরা যা উল্লখে করছেি এ রকম কথা উল্লখে করছেনে। তারা বলছেনে: ওয়াসওয়াসা বা শুচবিায়ু এর প্রতষিধেক হচ্ছ- ব্যক্তি এ বশি্বাস করা য, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। ইবলসি এটি তার অন্তরে আরোপ করছে এবং তার সাথে লড়াই করছে। এতে করে সে ব্যক্তি জহিাদ করার সওয়াব পাবে। কনেনা সে ব্যক্তি আল্লাহ্র শত্রুর সাথে লড়াই করছে। যদি কউে এভাবে অনুভব করতে পারে তাহলে শয়তান তার থকেে পালয়িে যাবে। সৃষ্টরি সূচনাকালে মানুষকে যভোবে পরীক্ষা করা হয়ছেে এবং পরীক্ষা করার উদ্দশ্যে মানুষরে উপর শয়তানকে ক্ষমতা দয়ো হয়ছেে এটা সে জাতীয় পরীক্ষা; যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ সত্যকে সত্য হসিবেে প্রতষ্ঠিা করবনে এবং মথি্যাকে বাতলি গণ্য করবনে, যদওি কাফররো তা অপছন্দ করুক না কনে।

সহহি মুসলমি (২২০৩) উসমান বনি আবুল আস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণতি হয়ছেে য, তনিি বলনে: শয়তান আমার মাঝে এবং আমার নামায ও তলোওয়াতরে মাঝে প্রতবিন্ধক হয়ে দাঁড়য়িছেলি। তনিি বললনে: এমন শয়তানকে 'খনিযবি' বলা হয়। এমনটি ঘটলে আপনি আউযুবল্লিাহ্ পড়ুন (অর্থাৎ শয়তান থকেে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চান) এবং বামদকিে তনিবার থুথু ফলেুন। তখন আমি এভাবে করলাম। ফলে আল্লাহ্ শয়তানকে আমার থকেে দূরে সরয়িে দলিনে।

এর মাধ্যমে ইতপিূর্বে আমি যা উল্লখে করছেি তার যথার্থতা জানা যায় য, ওয়াসওয়াসা (শুচবিায়ু) শুধু এমন সব ব্যক্তরি উপর ভর করে যার মাঝে অজ্ঞতা, নর্িবুদ্ধতিা প্রভাব সৃষ্টি করে রখেছে, তার নজিরে কোন ববিচেনাশক্তি নইে। পক্ষান্তর, যে ব্যক্তি ইলম ও ববিকে-বুদ্ধরি উপর অবচিল আছে সে ব্যক্তি কখনও অনুসরণরে পথ ছড়েে বদিাতরে পথে হাঁটবে না। নকিৃষ্টতম বদিাতী হচ্ছ– শুচবিায়ুগ্রস্ত ব্যক্তরিা। এরপর ইমাম মালকে (রাঃ) তাঁর শক্ষিক রাবআি – তাঁর যামানায় আহলে সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ নতো-সম্পর্কে বলনে: দুইটি বষিয়ে রাবআি সকল মানুষরে চয়েে দ্রুতগতি ছলিনে: মলমুত্র থকেে পবত্রি হওয়া ও ওযু করার ক্ষত্রেে। এমনকি অন্য কউে...। আমি বলব: অর্থাৎ অন্য কউে না করলওে। (সম্ভবতঃ তনিি বুঝাতে চাচ্ছনে: অন্য কউে ওযু না করলওে)।

ইবনুল হুরমুয মলমুত্র থকেে পবত্রি হওয়া ও ওযু করার ক্ষত্রেে ধীরগতি ছলিনে। তনিি বলতনে: আমি পরীক্ষার শকিার, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো না।

ইমাম নববী (রহঃ) জনকৈ আলমে থকেে বর্ণনা করনে য, যে ব্যক্তি ওযু কংিবা নামাযে শুচবিায়ু রোগে আক্রান্ত তার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। কনেনা শয়তান যকিরি শুনলে দূরে চলে যায়। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' হচ্ছ–প্রধান যকিরি। শুচবিায়ু দূর করার উত্তম মহাষৌধ হচ্ছ– বশেি বশেি আল্লাহ্র যকিরিে মশগুল থাকা।[ইবনে হাজার হাইতামি এর বক্তব্য সমাপ্ত]

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন যে শুচিবায়ুতে আপনি আক্রান্ত তা দূর করে দেন। আমাদের ও আপনার ঈমান, দ্বীনদারি ও তাকওয়া বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।